

যুগান্তর

প্রিন্ট: ০৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:০৬ এএম

শিক্ষাঙ্গন

রাকসুর জিএস পদ সৃষ্টিত চায় ছাত্র অধিকার পরিষদ



রাবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ০২ মার্চ ২০২৬, ১০:৫৯ পিএম



ফেসবুকে কमेंट করাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) জিএস এবং শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২ মার্চ) বিকাল ৪টার দিকে রাকসু ভবনে জিএসের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

একপর্যায়ে রাকসু ভবন থেকে বের হয়ে সংবাদ সম্মেলনে নৈতিক স্থলনের দায়ে রাকসুর জিএস আন্মারের পদ স্থগিতের দাবি জানান শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, রোববার শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফের ফেসবুক টাইমলাইনে একটি পোস্টে কमेंট করেন রাকসু জিএস আন্মার। পোস্টে মারুফ লিখেন- ‘রাকসু ফরজ কাজ বাদ দিয়ে নফল কাজেই বেশি মনোযোগী এবং পারদর্শী।... নফল দিয়েই যদি বৈতরণী পার হওয়া যায়, তাহলে ফরজের আর দরকারটা কি!’ এই পোস্টে আন্মার কमेंটে লিখেন- ‘চুন্ধানি শুরু? মলমের নাম নুরু’।

ছাত্র অধিকার পরিষদের মারুফের অভিযোগ, আন্মার এই কमेंটের মাধ্যমে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরকে টার্গেট করে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে। তবে জিএস আন্মারের ভাষ্যমতে তিনি কেবল ছন্দ মেলাতেই নুর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক র্ঘায়ে তাদের মধ্যে তীব্র বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে।

একপর্যায়ে মেহেদী মারুফ রাকসু ভবন থেকে বের হয়ে তৎক্ষণাৎ সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি নৈতিক স্থলনের অভিযোগ তুলে বলেন, সালাহউদ্দিন আন্মার ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে নষ্ট করেছে। সে ফেসবুকে কमेंটে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি হিসেবে এগুলো লজ্জার। সে তার নৈতিক স্থলন ঘটিয়েছে। আমরা ছাত্র অধিকারের পক্ষ থেকে রাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব স্যারের কাছে দাবি জানাব আন্মারকে নৈতিক স্থলনের জন্য রাকসুর জিএস পদ স্থগিত করা হোক।

পদ স্থগিতের বিষয়ে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার বলেন, এই সিদ্ধান্তটা শিক্ষার্থীরা নেবে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা তাদের রাজনৈতিক কৌশল। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের নেতাকে কখনই এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। এটা তাদের এটেনশন পাওয়ার একটা কৌশল।